মেহেরপুরে পাট চাষীদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সদর উপজেলায় “উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ প্রকল্প” পাট অধিদপ্তরের অধীনে নির্বাচিত পাট চাষীদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা-২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়।

গতকাল মঙ্গলবার ১২ টার সময় উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ প্রকল্পের” আওতায় উপজেলা পরিষদ হলরুমে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর উপ পরিচালক শামসুল আলম, উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামান, বিএডিসি’র উপ-পরিচালক হাফিজুল ইসলাম, পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা হারুনুর রশিদ।

প্রশিক্ষণের পাঠ কর্তন এবং পাট পতনে প্রচলিত পদ্ধতির উন্নত প্রয়োগ, উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে রবি-১ পাট চাষ পদ্ধতি, বীজ সংগ্রহ, জমি নির্বাচন ও জমি তৈরি, বীজ বপন, সার ও বালাইনাশক প্রয়োগ ও আন্তঃপরিচর্যাসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

কোটচাঁদপুরে ব্যাগ ও গ্যাপ পদ্ধতিতে রপ্তানি যোগ্য আম চাষ

বিদেশে রপ্তানি উপযোগী করতে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ব্যাগিং ও গ্যাপ পদ্ধতিতে আম চাষ করছেন স্থানীয় চাষিরা। কিন্তু পর্যাপ্ত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আমটি এখনো রপ্তানি হচ্ছে না।

সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের আওতায় না থাকাই আম রপ্তানির প্রধান অন্তরায় বলে জানিয়েছেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঝিনাইদহের উপ-পরিচালক

ষষ্ঠী চন্দ্র রায়।

জানা যায়, দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম আম উৎপাদনকারী অঞ্চল কোটচাঁদপুর। সে অনুযায়ী এখানে আমের একটি শক্তিশালী বাজার গড়ে উঠেছে। এই অঞ্চলে উৎপাদিত আমের মধ্যে রয়েছে হিমসাগর, ল্যাংড়া, আম্রপালি, গোবিন্দ, বানানা, হাড়িভাঙ্গা, কাটিমন, বারি আম-৩, বারি আম-৪, বিশ্বনাথ ও মল্লিকা। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন জাতের আটির আম।

এর মধ্যে চার জাতের আম বানানা, কাটিমন, হিমসাগর ও আম্রপালি বিদেশে রপ্তানি উপযোগী করে চাষ করা হচ্ছে। বানানা, কাটিমন ও হিমসাগর চাষ হচ্ছে ব্যাগিং পদ্ধতিতে এবং আম্রপালি চাষ হচ্ছে গ্যাপ পদ্ধতিতে। ফলে এই জাতগুলোর আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদাও ভালো।

প্রায় ৪ বছর আগে কোটচাঁদপুরের কৃষক আব্দুল আজিজ প্রথম ব্যাগিং পদ্ধতিতে আম চাষ শুরু করেন। তার দেখাদেখি সলেমানপুর গ্রামের আবুল হোসেন, খোকা সরদার, রশিদ সরদার, জামাল সরদার ও আকবর আলীসহ আরও অনেক চাষি এই পদ্ধতিতে আম চাষ শুরু করেন। এ বছর প্রায় ৫০ হাজার ব্যাগে আম চাষ হয়েছে। গ্যাপ পদ্ধতিতেও আম চাষ হচ্ছে।

চাষি আবুল হোসেন জানান, তিনি ১০ বিঘা জমিতে আম্রপালি ও হিমসাগর আম চাষ করেছেন। এর মধ্যে ২ টন হিমসাগর ও ১০ টন আম্রপালি বিদেশে রপ্তানি উপযোগী হয়েছে। প্রতি ব্যাগে প্রায় ১ টাকা খরচ হলেও এই আম বাজারে ৫০–৮০ টাকা বেশি দামে বিক্রি হয়। ব্যাগিংয়ের ফলে আম থাকে প্রাকৃতিক, বিষমুক্ত ও পোকামাকড়হীন, যা বাজারে চাহিদা বাড়িয়েছে।

তিনি আরও বলেন, “যদি বিদেশে এই আম পাঠানো যেত, তাহলে চাষিরা আরও লাভবান হতেন এবং সরকারও পেত রাজস্ব। পাশাপাশি আরও অনেক চাষি বিষমুক্ত আম চাষে আগ্রহী হতেন।”

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জাহিদ হোসেন জানান, এ বছর কোটচাঁদপুর উপজেলায় ১৩ হাজার ৩০০ হেক্টর জমিতে আমের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় বেশি। তিনি বলেন, “আমি শুনেছি আগে ১–২ বার বায়ারের মাধ্যমে এখানকার আম রপ্তানি হয়েছিল। এবারও বায়ারদের সঙ্গে আলোচনা চলছে।”

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ষষ্ঠী চন্দ্র রায় বলেন,

“আমি বাজার ঘুরে দেখেছি, কোটচাঁদপুরে খুব ভালো মানের আম হয়। কিন্তু রপ্তানির জন্য কিছু কাজ করতে হবে।” তিনি জানান, ‘রপ্তানি যোগ্য আম উৎপাদন প্রকল্প’ নামের একটি সরকারি প্রকল্পের আওতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আম বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে চলতি বছর ইতোমধ্যে ৫ টন আম চীনে রপ্তানি করা হয়েছে। কিন্তু কোটচাঁদপুরের আম এই প্রকল্পের আওতায় না থাকায় এখান থেকে রপ্তানি সম্ভব হচ্ছে না।

তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, “আগামীতে কোটচাঁদপুরকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে।”

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী আনিসুল ইসলামের সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি কল রিসিভ না করায় মন্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

মুজিবনগরে তিন দিনব্যাপী কৃষি প্রযুক্তি মেলার উদ্বোধন

“কৃষিই সমৃদ্ধি” এই স্লোগানকে সামনে রেখে র্যালী,আলোচনা সভার মধ্যদিয়ে মুজিবনগরে উদ্বোধন করা হয়েছে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় তিন দিনব্যাপি কৃষি প্রযুক্তি মেলার।

মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে রবিবার সকাল ১১ টার সময় উপজেলা কৃষি অফিস চত্তরে আয়োজিত মেলার উদ্বোধন করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি নাজমুস সাদাত রত্ন এর নেতৃত্বে কৃষি প্রযুক্তি মেলা উদ্বোধন উপলক্ষে উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালীটি প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে মেলা চত্বরে এসে শেষ হয়। ফিতা কেটে উদ্বোধন করা হয় তিন দিনব্যাপী কৃষি প্রযুক্তি মেলার।

মেলা উদ্বোধন শেষে মেলা চত্বরে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা

হয়। উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মোমিন এর সভাপতিত্বে,আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি নাজমুস সাদাত রত্ন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিবউদ্দিন, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজা, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা তারিখ আজিজ, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক

মেলায় মোট ১৬টি স্টল অংশ নিয়েছে। এতে কৃষি প্রযুক্তি, আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি, জৈব সার, উন্নত জাতের বীজ, চারা সহ নানা উদ্ভাবন ও কৃষি-সম্পর্কিত সামগ্রী প্রদর্শন করা হচ্ছে। আগামী, ৩ জুন পর্যন্ত চলবে এ মেলা। প্রতিদিন কৃষি বিষয়ক সেমিনার, চাষাবাদ বিষয়ক সচেতনতামূলক আলোচনা সভা ও কৃষকদের উদ্ভাবনী চর্চা শেয়ারিং সেশন অনুষ্ঠিত হবে।

মেলায় অংশগ্রহণকারী কৃষক ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে পরিবেশবান্ধব ও বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষিকাজের প্রতি আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে। তিন দিনব্যাপী কৃষি প্রযুক্তি মেলায় কৃষি সচেতনতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান,লিফলেট বিতরণ,কৃষি সচেতনতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও তৈলাক্ত কলাগাছে উড্ডয়ন প্রতিযোগিতা,পুরষ্কার বিতরণ এবং ৩ তারিখ সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

মেহেরপুরে তিন দিনব্যাপী কৃষি মেলা উদ্বোধন

“কৃষিই সমৃদ্ধি” এই স্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুরে শুরু হয়েছে তিন দিনব্যাপী কৃষি মেলা। যশোর অঞ্চলের টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত এ মেলার উদ্বোধন করা হয় রোববার (১ জুন) দুপুরে সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে।

উপজেলা কৃষি অফিসার মোঃ মনিরুজ্জানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি

ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম।

মেলায় মোট ১২টি স্টল অংশ নিয়েছে। এতে কৃষি প্রযুক্তি, আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি, জৈব সার, উন্নত জাতের বীজসহ নানা উদ্ভাবন ও কৃষি-সম্পর্কিত সামগ্রী প্রদর্শন করা হচ্ছে। স্থানীয় কৃষক, উদ্যোক্তা ও শিক্ষার্থীদের সরব উপস্থিতিতে মুখর হয়ে উঠেছে মেলা প্রাঙ্গণ।

জানা গেছে, ৩ জুন পর্যন্ত চলবে এ মেলা। প্রতিদিন বিকেলে কৃষি বিষয়ক সেমিনার, চাষাবাদ বিষয়ক সচেতনতামূলক আলোচনা সভা ও কৃষকদের উদ্ভাবনী চর্চা শেয়ারিং সেশন অনুষ্ঠিত হবে। মেলায় অংশগ্রহণকারী কৃষকদের মধ্যে পরিবেশবান্ধব ও বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষিকাজের প্রতি আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে।

গাংনীতে তিন দিনব্যাপী কৃষি মেলা শুরু

“কৃষিই সমৃদ্ধি” এই স্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় শুরু হয়েছে তিন দিনব্যাপী কৃষি মেলা। যশোর অঞ্চলের টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত এ মেলার উদ্বোধন করা হয় রোববার (১ জুন) দুপুরে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্বরে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ইমরান হোসেন। প্রধান অতিথি ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আনোয়ার হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার শামসুল আলম সোনা।

মেলায় মোট ১৪টি স্টল অংশ নিয়েছে। এতে কৃষি প্রযুক্তি, আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি, জৈব সার, উন্নত জাতের বীজসহ নানা উদ্ভাবন ও কৃষি-সম্পর্কিত সামগ্রী প্রদর্শন করা হচ্ছে। স্থানীয় কৃষক, উদ্যোক্তা ও শিক্ষার্থীদের সরব উপস্থিতিতে মুখর হয়ে উঠেছে মেলা প্রাঙ্গণ।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ইমরান হোসেন বলেন, “এই মেলার উদ্দেশ্য কৃষকদের আধুনিক কৃষি পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয় করানো, টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো এবং ফসল উৎপাদনে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা।”

প্রধান অতিথি ইউএনও আনোয়ার হোসেন বলেন, “কৃষিই আমাদের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। সরকার সব সময় কৃষকদের পাশে আছে। প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।”

জানা গেছে, ৩ জুন পর্যন্ত চলবে এ মেলা। প্রতিদিন বিকেলে কৃষি বিষয়ক সেমিনার, চাষাবাদ বিষয়ক সচেতনতামূলক আলোচনা সভা ও কৃষকদের উদ্ভাবনী চর্চা শেয়ারিং সেশন অনুষ্ঠিত হবে। মেলায় অংশগ্রহণকারী কৃষকদের মধ্যে পরিবেশবান্ধব ও বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষিকাজের প্রতি আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে।

মেহেরপুরে বিএডিসি’র বোরো ধান বীজ উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

মেহেরপুরে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর উদ্যোগে “বোরো ধান বীজ উৎপাদনের কলাকৌশল” শীর্ষক চুক্তিবদ্ধ চাষি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার সকাল ১১টায় জেলা বীজ প্রত্যয়ন কার্যালয়ে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়ার মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মোঃ শফিকুল মাওলা।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া বিএডিসি’র উপপরিচালক মোঃ আশরাফুল আলম, মেহেরপুর বিএডিসি’র উপপরিচালক মোঃ হাফিজুল ইসলাম,

আমঝুপি বিএডিসি’র সিনিয়র সহকারী পরিচালক মোঃ ইকবাল হোসেন, চিৎলা বিএডিসি’র যুগ্মপরিচালক মোহাম্মদ মোর্শেদুল আলম, জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার এ কে এম কামরুজ্জামান, আমঝুপি বিএডিসি’র উপপরিচালক (বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, ডাল ও তৈল বীজ) মোঃ জিয়াউর রহমান, জেলা বিএডিসি’র উপপরিচালক (কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স) মোহাম্মদ এনামুল হক প্রমুখ।

দর্শনায় বারোমাসি কদবেল চাষে সফলতা পেয়েছেন তরিকুল ইসলাম

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা আনোয়ারপুর গ্রামে বারোমাসি জাতের কদবেল বাগান করে সফলতা পেয়েছেন উদ্যোক্তা তরিকুল ইসলাম এমনটাই দাবি করেছেন তিনি।

মেহেরপুর প্রতিদিনকে তিনি বলেন, “আমি এক জায়গায় ঘুরতে গিয়ে বারোমাসি কদবেল গাছের কিছু ডাল সংগ্রহ করে নিজ হাতে চারা তৈরি করে এই বাগান করেছি। আমার এই কদবেল বাগান ১ বিঘা জমির উপর গড়ে তোলা হয়েছে।”

তিনি বলেন, “চারা রোপণের নিয়ম খুবই সহজ। অন্যান্য সাধারণ গাছের মতো পরিমাণমতো গর্ত খুঁড়ে চারা রোপণ করতে হয়। প্রতিটি চারা ১২/১২ ফুট দূরত্ব বজায় রেখে রোপণ করতে হবে। চারা রোপণের পর জৈব সার দিতে হয় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ দিতে হয়।”

প্রতি বিঘায় খরচ কেমন জানতে চাইলে তিনি বলেন, “জমি চাষ, চারা কেনা, সার কেনা ইত্যাদি মিলিয়ে ৪০-৫০ হাজার টাকা মতো খরচ হয়।”

গাছের রোগ দেখা দেয় কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, “কদবেল গাছে ছত্রাক ও জাব দেখা যায়। এক্ষেত্রে ওষুধ দিলে এর সমাধান হয়ে যায়।”

গাছের পরিচর্যা সম্পর্কে তিনি বলেন, “বাগানের আগাছা পরিষ্কার করতে হবে, পানির প্রয়োজন হলে সেচ দিতে হবে। একটু দেখাশোনা করলেই এখান থেকে ভালো ফলন পাওয়া সম্ভব বলে আমি মনে করি।

বারোমাসি কদবেল আমাদের দেশের আবহাওয়ার সাথেও মানিয়ে নিয়েছে।”

তিনি আরও বলেন, “আমার কদবেল বাগান নিয়ে অনেক স্বপ্ন রয়েছে এবং মেহেরপুর প্রতিদিনকে ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের মতো কৃষকদের সফলতার গল্প সকলের সামনে তুলে ধরার জন্য।”

মেহেরপুরে মাশরুম চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় মাঠ দিবস পালিত

২০২৪-২৫ অর্থবছরে “মাশরুম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ” প্রকল্পের আওতায় মেহেরপুরে মাঠ দিবস পালন করা হয়েছে।

আজ সোমবার বিকেল সাড়ে ৪টায় সদর উপজেলা পরিষদের হলরুমে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (খামারবাড়ি) এর আয়োজনে এ মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যশোর অঞ্চলের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ আলমগীর বিশ্বাস।

তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, “মাশরুম চাষ একটি সম্ভাবনাময় খাত। এটি পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। সরকারের কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনায় মাশরুম চাষকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে।”

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম, সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডা. ইনজামামুল হক, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো. সামসুল আলম, অতিরিক্ত উপ-পরিচালক মো. শায়খুল ইসলাম, জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মোঃ তরিকুল ইসলাম, সদর উপজেলা কৃষি অফিসার মো. মনিরুজ্জামান, গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসার মো. ইমরান হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল মোমিন এবং উপসহকারী কৃষি

কর্মকর্তা মো. আশরাফুল আলম প্রমুখ।

মেহেরপুরে কালবৈশাখীর তাণ্ডব, উঠতি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি

আধাঘন্টার কালবৈশাখী তাণ্ডবে তছনছ মেহেরপুরের আম-লিচু, উঠতি ফসলি জমি ও গাছপালা। রাত থেকেই বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন ছিল পুরো জেলা। ঝরে পড়েছে আম-লিচু, কাঁঠাল। মাটির সাথে নুয়ে পড়েছে কলা ও ধানক্ষেত। এতে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা চাষিদের।

শনিবার (১৭ মে) সন্ধ্যা ৭টা থেকে শুরু হয়ে চলে ঝড়ের তাণ্ডব। আধাঘণ্টা পর ঝড়ের গতি কিছুটা কমলেও এর প্রভাব ছিল রাত ৯টা পর্যন্ত।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদবিল গ্রামের একটি দুই বিঘার কলাক্ষেত ঝড়ে মাটির সাথে নুয়ে পড়েছে। আর কয়েকদিন পরই কৃষক ফসল ঘরে তুলতেন। দুই বিঘা জমিতে তার খরচ হয়েছে দেড় লাখ টাকা। এছাড়া জেলার বিভিন্ন এলাকায় উঠতি ফসল ধান ও পেঁপের ক্ষতি হয়েছে। ১৫ মে থেকে আম-লিচু সংগ্রহ শুরু করেছেন বাগানিরা। গতকালের ঝড়ে ৪০ থেকে ৫০ ভাগ আম-লিচু ঝরে পড়েছে বলে দাবি তাঁদের। এতে বড় ধরনের লোকসানের মুখে পড়তে হবে তাঁদের।

এদিকে ঝড়ের তাণ্ডবে সন্ধ্যা থেকেই বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় মেহেরপুর শহরসহ পুরো জেলা। সকাল থেকে শহর এবং পর্যায়ক্রমে পল্লি এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। জেলার কয়েক জায়গায় গাছপালা ভেঙে পড়েছে সড়কের উপর। এতে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে।

মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানায়, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মাঠপর্যায়ে জরিপ শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এ ঝড়ে কৃষকদের বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হতে পারে। আজ বিকাল অথবা কালকের মধ্যে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা সম্ভব হবে।

কৃষি ও প্রবাসী আয়ই বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদন্ড

– মনির হায়দার

প্রধান উপদেষ্টার একান্ত সহকারী (ঐকমত্য) সাংবাদিক মনির হায়দার বলেছেন, বাংলাদেশের অর্থনীতির দুটো জায়গাকে অর্থনীতির মেরুদন্ড বলা হয়। একটি আমাদের কৃষি ও অপরটি প্রবাসী আয়। প্রবাসীদের মর্যাদা দেওয়াসহ বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কাজ করছে।

আজ শনিবার (১৭ মে) বেলা ১২ টার দিকে মেহেরপুর শিল্পকলা একাডেমিতে প্রবাসির মেধাবী সন্তানকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, প্রবাসী মৃতের পরিবারকে আর্থিক অনুদান বীমা সুবিধা ও মৃত্যুজনিত চেক বিতরন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন।

ওয়েজ অনার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক ব্যারিস্টার গোলাম সারোয়ার ভূইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই চেক বিতরন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথির বক্তব্য রাখেন, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচীব ড. নেয়ামত উল্যাহ ভূঁইয়া, খুলনা বিভাগীয় কমিশনার মো: ফিরোজ সরকার, মেহেরপুর জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ, মেহেরপুর পুলিশ সুপার মাকসুদা আক্তার খানম পিপিএম প্রমুখ।

সাংবাদিক মনির হায়দার আরও বলেন, অনেকে গামেন্টস শিল্পকে অর্থনীতির চালিকা শক্তি বলে থাকেন। কারন, এই শিল্পেও দেশের প্রায় ৪০/৫০ লক্ষ লোক কাজ করেন। আমাদের গার্মেন্টস শিল্পে ৫০ লক্ষ লোক কাজ করলেও প্রবাসী শ্রমিকের তিন ভাগের এক ভাগ। কারণ, আমাদের প্রায় দেড় কোটি প্রবাসী রয়েছেন। সে বিবেচনায় আমাদের অর্থনীতিতে প্রবাসীদের অবদান কৃষির পরেই।

বৈদেশিক মুদ্রা ছাড়া একটি দেশ চলতে পারেনা উল্লেখ করে মনির হায়দার আরও বলেন, একটি রাস্ট্র চালাতে হলে বিদেশী মুদ্রা বা ডলার লাগে। বৈদেশিক মুদ্রা দুই ভাবে আসে একটি হলো রেমিন্টেস পার্টনার ও বিভিন্ন পণ্য বিদেশে রপ্তানীর মাধ্যমে। গর্মেন্টস সেক্টরে পণ্য

রপ্তানি করে ৩৫ বিলিয়ন ডলার আয় হয়। তবে সেখানে বিদেশ থেকে কাঁচামাল আমদানি করতে ৩২ বিলিয়ন ডলার খরচ করতে হয়। তাই গার্মেন্টস সেক্টর থেকে আমাদের অর্থনীতিতে ৩ বিলিয়ন ডলার যোগ হয়। সেখানে প্রবাসীদের থেকে ২৫ বিলিয়ন ডলার আয় পুরোটাই অর্থনীতিতে যুক্ত হয়। সুতরাং প্রবাসীর আয় আমাদের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি বলেন, অতীতের সরকারগুলো যারা কথা বলেছে, অতীতের সরকার প্রবাসীদের মর্যাদা ও গুরুত্ব দেওয়া নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। অথচ, তারা প্রবাসীদের জন্য কোনো কিছুই করেনি। ড. ইউনুস সরকার আসার পর এক মাসের মধ্যেই বিমাবন্দরে প্রবাসীদের জন্য একটি লাউঞ্জ চালু করেছে। সেই লাউঞ্জে প্রবাসীরা যাওয়া এবং আসার সময় বসে বিভিন্ন রকম সেবা পাচ্ছেন।

তিনি আরও বলেন, প্রবাসীদের সমস্যা, সম্ভাবনা ও উন্নয়ন নিয়ে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বর্তমানে প্রবাসীদের সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা ও তাদের মর্যাদাসহ সকল ধরণের কাজ করছে।

এসময় মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা তাজ উদ্দীন খান, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ, জজ্বকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর সাদ্দাম হোসেন, জেলা বিএনপির নেতা ও আইনজীবি সমিতির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন,জামায়াতের মেহেরপুর জেলা শাখার সেক্রেটারী জেনারেল ইকবাল হোসাইন, বিএনপি নেতা আনোয়ারুল হক কালু, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য সচীব মোজাহিদুল ইসলামসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন এলাকার ৫৪ জন প্রবাসী, প্রবাসে গিয়ে মৃত্যু, প্রবাসীদের পরিবারকে বীমার এক কোটি ৯৩ লাখ টাকার চেক হস্তান্তর করা হয়।